দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 10 JAN 1988
পৃষ্ঠা 1 কলাম 3

003

জীবন প্রবাহ

চার বছর ধরে তিনি বেতন পাচ্ছেন না

॥ আরজিনা রহমান ॥

হবিগঞ্জ জেলার নবীগঞ্জ উপজেলার চৈঠপুর বারেকান্দি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চাকুরীরত আবদুল কাইয়ুম। নিজ এলাকায় থেকে চাকুরী করে যে ক'টি টাকা বেতন পেয়ে সংসার চালাতেন আজ তা এক অদৃশ্য শক্তির চক্রান্তে বন্ধ হয়ে গেছে। সুদীর্ঘ চারটি বছর ধরে দরিদ্র আবদুল কাইয়ুম বেতন পাচ্ছেন না। তার পরিবার পরিজনেরা আজ অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটাচ্ছে। আবদুল কাইয়ুমের স্ত্রী আজ শয্যাশায়ী। তার শারীরিক অবস্থা আশংকাজনক।

১৯৭৬ সালে আবদুল কাইয়ুম এক বছরের সিইনএড প্রশিক্ষণ কোর্স সমাপ্ত করেন এবং ১৯৭৮ হতে ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত নবীগঞ্জ শিক্ষা অফিসে করণিকপদে চাকুরী করে যান। তার অনুপস্থিতিতে এ সময় তার পরিবারে নানা রকম অসুবিধার সৃষ্টি হয়। স্ত্রীর উচ্চ রক্তচাপ দেখা দেয়। ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া ঠিকমত হয়

না। সমান্য বেতন পান বলে দু'জায়গার খরচ চালানও অসম্ভব হয়ে পড়ে। অযত্ন-অবহেলায় নিজ শরীরও ভেঙ্গে পড়ে।

তার এ করুণ অবস্থা দেখে এলাকাবাসীদের মনে সহানুভূতি জাগে। তারা তাকে তার নিজ এলাকা চৈঠপুর বারেকান্দি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বদলি হয়ে আসতে সহায়তা করেন। ১৯৮৩ সালে আবদুল কাইয়ুম নিজ এলাকার স্কুলে বদলি হয়ে আসেন। কিন্তু গত ২৭-২-৮৪-তে বিনা মেঘে বজ্রপাত ঘটে। নিরীহ আবদুল কাইয়ুম-এর বদলির অর্ডার আসে বাজেসুনাইত্যা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। বদলির অর্ডার নং হল ২৭-২-৮৪, ৬-৭(৮৭) ১৫০ নং স্মারক নম্বর। তার এ বদলির কথা শুনে স্থানীয় অভিভাবকমহলে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। তাদের পরামর্শক্রমে তিনি

২-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

জীবন প্রবাহ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বাজেসুনাইত্যা যাওয়া বন্ধ করেন এবং গত ১২-৩-৮৪তে শিক্ষা দপ্তরে তার এ বদলির অর্ডারটি স্থগিত করার জন্যে আবেদন জানান। তার এই আবেদনের প্রেক্ষিতে গত ২৫-৩-৮৪তে শিক্ষা মন্ত্রণালয় হবিগঞ্জ জেলা শিক্ষা কর্মকর্তাকে ব্যাপারটি সরেজমিনে তদন্ত করার জন্য বলেন। সহৃদয় জেলা শিক্ষা অফিসার আবদুল কাইয়ুম-এর পক্ষেই সুপারিশ করেন। এতে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ক্ষীপ্ত হয়ে ওঠেন।

নিরীহ আবদুল কাইয়ুম-এর প্রতি তার আক্রোশ আরো বেড়ে যায়। তার প্রতি তিনি কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনি আবদুল কাইয়ুমকে তার আদেশকৃত স্কুলে যোগদান করার জন্যে পুনঃ নির্দেশ দেন। এদিকে আবদুল কাইয়ুম উপজেলা শিক্ষা অফিসারের এ নির্দেশকে অবৈধ বলে জানান। কারণ জেলা শিক্ষা অফিসার আবদুল কাইয়ুমকে সুপারিশ করেছেন। এতেও উপজেলা শিক্ষা অফিসার সন্তুষ্ট না হলে আবদুল কাইয়ুম স্থানীয় মুন্সেফী আদালতে তার বিরুদ্ধে এক মামলা দায়ের করেন এবং তার এ বদলির অর্ডারটিকে অবৈধ বলে জানান। তার এ মামলা নং ৩৫০/৮৪।

এরপর থেকেই অসহায় আবদুল কাইয়ুম-এর ওপর চরম লাঞ্ছনা-গঞ্জনা শুরু হয়। '৮৪-এর মার্চ হতে তার বেতন বন্ধ হয়ে যায়। এদিকে মামলা চলতে থাকে। গত ১০-১০-৮৪তে উপজেলা পরিষদ শিক্ষা দপ্তরে উপজেলা শিক্ষা অফিসারসহ অন্যান্য কর্মকর্তাদের এক বৈঠকে তার বিরুদ্ধে এক সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এতে উল্লেখ থাকে যে আবদুল কাইয়ুমকে মামলা তুলে নিতে হবে ৭ দিনের মধ্যে এবং তার নতুন নির্ধারিত কর্মস্থলে যোগদান অবশ্যই করতে হবে। আবদুল কাইয়ুম এ নোটিশ পেলে আবার তাদের বিরুদ্ধে এক মামলা দায়ের করেন। এ মামলার নম্বর হয়েছে ৮২/৮৪ নং ১০-১১-৮৪। আবদুল কাইয়ুম-এর নোটিশদাতাদের মাননীয় আদালত এ মামলার প্রেক্ষিতে দোষী সাব্যস্ত করেন